দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক বাংলার রিপোর্ট—শিক্ষাবোর্ড কি বলেন?

এসএসসি পরীক্ষার ফি নিয়ে কিছু করা যাবে কি? পরীক্ষার ফি'র অংক প্রতি বছর বাড়ছে। অসুবিধায় পড়ছে গরীব ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক। ফি সংগ্রহ করতে না পেরে চুকে যাচ্ছে পড়াশুনার পাট অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর। গ্রাম-গ্রামান্তরে ধান-পাটের দাম নেই। একজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফি যোগান হচ্ছে না ৫ মন ধান বা পাট বিক্রি করে।

খবরটি দৈনিক বাংলার। ক'দিন আগে দৈনিক বাংলায় এসএসসি পরীক্ষার ফি-এর একটি বিস্তারিত হিসাব দেয়া হয়েছে। এ হিসাব মতো— বোর্ডের ফি-এর সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হচ্ছে সেসন ফি, ছ'মাসের বেতন, কোচিং ফি, উন্নয়ন ফি, ম্যাগাজিন ফি, খেলাধুলা-উৎসব ফি। মফস্বলের শিক্ষকদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং খাতা বোর্ড অফিসে জমা দিতে আসা-যাওয়ার জন্য একটি বিরাট অংকের টাকা। এবং সর্বশেষ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় খরচ নির্বাহের জন্য একটি বড় অংকের কেন্দ্র ফি। কারণ বোর্ড নির্ধারিত ফি-তে নাকি কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনা সম্ভব নয়, তাই বাড়তি খরচ দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

কিন্তু এ হিসাব এবং বক্তব্য কি সঠিক। দৈনিক বাংলার খবরে এমনটিই দাবী করা হয়েছে। শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ নাকি বলেছেন, ঘটনা এমনই। তাদের হিসাবে ঢাকায় এসএসসি পরীক্ষার ফি নেয়া হচ্ছে ১৪০০ থেকে ১৪৫০ টাকার মধ্যে। আর দৈনিক বাংলার সংগৃহীত খবরে আছে ভিন্ন তথ্য।

এ খবরে বলা হয়েছে, ওয়ারীর একটি স্কুলে মানবিক এবং বিজ্ঞানে এসএসসি পরীক্ষার ফি হচ্ছে ১৮৫৫ এবং ১৮৯৫ টাকা। পিলখানার একটি স্কুলে ৩৫৭৫ টাকা। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে ২০১৫-২০৭০, মতিঝিল মডেল স্কুলে ১৫৩০-১৬৭০, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ১৫০৫ এবং লক্ষীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট জেভিয়ার্সে ৩০০০ টাকা।

আর যতদূর জানা গেছে, ঢাকার বাইরের অধিকাংশ স্কুলে ফি নেয়া হচ্ছে মানবিকে ১১৫৫ এবং বিজ্ঞানে ১১৯০ টাকা। অর্থাৎ ধান এবং পাট প্রতিমন ২শ' টাকা ধরা হলে কোন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ৫ মন ধান বা পাট বিক্রি করেও ছেলে বা মেয়েকে পরীক্ষা দেয়াতে পারছে না।

তাহলে কি স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করছেন। এখানেও শুরু হয়েছে কি মুনাফার কাজ-কারবার। এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দেয়া হলেও একটি কথা বার বার উচ্চারণ করেন গ্রামের স্কুলের শিক্ষকেরা। তাদের কথা হচ্ছে অধিকাংশ স্কুলে নিয়মিত বেতন হয় না। সরকারের দেয়া অর্থনৈতিক বেনিফিটই তাদের একমাত্র ভরসা। তাই এই পরীক্ষার ফি দেয়ার সময় তাদের একটি মৌসুম। এমনিতে সারা বছর ছাত্রেরা নিয়মিত বেতন দেয় না। এই পরীক্ষার সময় তারা বাধ্য হয় বেতন দিতে। কারণ অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বেতন না দিয়ে পরীক্ষা হারাতে রাজি হয় না। এ মৌসুম হারাতে হলে সারা বছর শিক্ষক-দের বিপদে পড়তে হয়। এই সময়টির অপেক্ষায়ই তারা ধার-দেনা করে।

শিক্ষকদের কথা খুব স্পষ্ট এবং অপ্রিয় সত্য। কিন্তু এর পরেও নিশ্চয়ই কিছু কথা বলা যায়। কথা হচ্ছে— অনেক স্কুলেই ম্যাগাজিন বের হয় না। খেলাধুলা হয় না। তেমন উৎসব হয় না। এর পরেও ফি এ খাতে আদায় সঠিক?

পরীক্ষার ফি এর সাথে প্রতি স্কুলে সেসন ফি নামে একটি ফি আদায় করা হয়। অথচ পরীক্ষার্থীরা কোন মতেই পরবর্তী সেসনের ছাত্রছাত্রী নয়। সেই সেসনের নিয়মিত দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছে। তাহলে এই সেসন ফি কি না নিলে নয়।

পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং ফি নামে একটি বিরাট অংকের টাকা নেয়া হয়। অথচ এই পরীক্ষার্থীদের ফি দেয়ার সময় জানুয়ারী-জুন ছ'মাসের বেতন দিতে হয়। এ ছ'টি মাস তারা স্কুলে যায় না। অথচ বেতন দেয়। ঐ বেতনই কোচিং ফি হিসাবে গ্রহণ করা যায় না কি। নইলে শিক্ষকেরা তাদের কাছ থেকে ছ'মাসের বেতন গ্রহণ করেন কি বিনা পরিশ্রমে।

এছাড়া অধিকাংশ স্কুলে এ সময় কোচিং-এর নামে যে কান্ডটি করা হয় তাও বাঞ্ছনীয় নয়। এ সময় অধিকাংশ শিক্ষক টিউশনি করেন। আর বিশেষ করে বিশেষ অংকের টাকা নিয়ে ঐ পরীক্ষার্থীদেরই পড়ান। কোচিং নামক শব্দটি থাকে ফরম পূরণের টাকার হিসাবে। কোচিং-এর জন্য নিয়মিত ছাত্র-শিক্ষক কেউই যথাস্থানে হাজিরা দেয় না। এর ব্যতিক্রম কোন কোন স্কুলে থাকলেও এটাই সাধারণ চিত্র। অর্থাৎ অনেক শিক্ষকই ঐ ছ'মাসের বেতনের অংশী-দার। কোচিং-এর টাকার অংশীদার। এরপর আবার প্রাইভেট টিউশনী করে আর একটি অংকের টাকা হাতড়ে নেন।

ঘটনাটি বাঞ্ছনীয় কি। তাই নিশ্চয়ই আবেদন করা যেতে পারে এ কোচিং ফি'র প্রশ্নটি বিবেচনা করা হোক। পরীক্ষার্থীদের কাছে এখন এই রাজধানী ঢাকার কোচিং-এর চেয়ে টিউটরিয়াল হোম অনেক পছন্দ। তবুও কোচিং ফি কেন দিতে হবে স্কুলে। অভিভাবকদের দাবী হচ্ছে ঐ ছ'মাসের বেতনই কোচিং ফি হিসাবে পরিগণিত হোক। নতুন করে কোচিং-এর নামে ফি আদায়ের কোন বিবেক-সম্মত যুক্তি নেই।

তবে এই কোচিং ফিতে আবার দু' নম্বরী কারবার আছে। অনেক স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষায় পাস করাতে এক নম্বর, দু'নম্বর কল আছে। প্রথম কলে যারা এলাউ হয় তাদের ফি হিসাবে দিতে হয় এক অংকের টাকা। দ্বিতীয় কল হলে বেশী টাকা দিতে হয়। কেন দিতে হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলেন, দু'নম্বর কলের পরীক্ষার্থীদের উপর বিশেষ নজর দিতে হয়। শিক্ষক নিয়োজিত করতে হয়। তাই বেশী টাকা প্রয়োজন। এ জন্য এদের ফিও বেশী। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তেমন কিছু হয় না। দু'নম্বর কলের ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা স্কুলের তহবিলে চলে যায় বাড়তি পাওনা হিসাবে।

তবে পরীক্ষার ফি-এর সর্বশেষ সংকট হচ্ছে কেন্দ্র ফি এবং মফস্বলের শিক্ষকদের বোর্ড অফিসে যাতায়াত নিয়ে। পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সোজা কথা— বোর্ড-নির্ধারিত টাকায় কিছুই হয় না। পরীক্ষার সময় নানা ধরনের কর্মকর্তা আসেন। শান্তি রক্ষার জন্য অনেকে আসেন বা অনেককে আনতে হয়। এদের খরচ সরকারী হলেও পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের তাতে কিছু আসে যায় না। বাড়তি খরচ করতেই হয়। এ বাড়তি খরচ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেই নিতে হয়। বোর্ড-নির্ধারিত টাকায় বার বার বোর্ড অফিসে যাতায়াতের খরচ নির্বাহ হয় না। এখাতের বাড়তি টাকাও পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকেই নিতে হয়। এ কথা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানেন না তা নয়। তবু তারা এমন ভাব করেন যেন তাদের নির্ধারিত টাকায় সকল দায়িত্ব পালন সম্ভব এবং পালিত হচ্ছে।

তাহলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলুন— ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। এমন করে পরীক্ষার জন্য লিখিত অলিখিত প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ই কি পরীক্ষার্থীদের বহন করতে হবে এর কি কোন বিহিত নেই। প্রতি বছর একই কথা লিখতে হবে আর বাড়তে থাকবে ফি-এর টাকার অংক।

তবে সর্বশেষ একটি কথা জানার বাসনা। রাজধানী ঢাকার স্কুলগুলির বোর্ড অফিসে যাতায়াতের বা অফিসার আপ্যায়নের তেমন বাড়তি খরচ নেই। তবু তাদের ফি-এর অংকও বাড়ছে কেন বছরের পর বছর।

—নির্মল সেন